

দীক্ষা লক্ষণ

1."দীক্ষা" শব্দরে অর্থ কি??

উত্তর :-

."দীক্ষা" শব্দরে অর্থ হলো " দী= দীযতবে বমিলং জ্ঞানং , ক্ষা= ক্ষীয়তবে কর্মবাসনাম"

অর্থাৎ যবে বদ্বিষা দানরে মাধ্যমে বমিল জ্ঞান (মলমুক্ত জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান এর পথ) লাভ হয় এবং বহু জন্মরে কর্ম বাসনা (আরাধ + সঞ্চিত কর্ম) ক্ষয় বা নষ্ট এর পথ লাভ হয় তাকেই "দীক্ষা" বলে ।

"দীক্ষা" শুধু কোনো কানবে মন্ত্র দোয়া-নোয়া এর নাম নয় , পরম মুক্তির মূল পথ এর প্রথম প্রবশে বলা হয় ।

তাই "দীক্ষা" ছাড়া পরম মুক্তির মূল পথ এর প্রবশে অধিকার হয় না , তাই শাস্ত্রানুসারে মূল দীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা দীক্ষা না পলে তাকে দীক্ষা পাওয়া বলে না ।

ওটাকে কল্পনা রূপি দীক্ষা (কাল্পনিক দীক্ষা) বা দীক্ষা এর নাম প্রতারণা বলে ।

তাই শাস্ত্রানুসারে মূল দীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তাকে দীক্ষা পাওয়া বলে না ।

2."দীক্ষা" কাকে বলে ?

উত্তর :-

যনি পরম মুক্তি লাভ করছেন সেই রকম ৩২ লক্ষণ সম্পন্ন মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নিকটে গিয়ে - বহুদিন তার সঙ্গে করে , বহু দিন তার সেবা করে ,সেই মহাপুরুষ সেবাতবে সন্তুষ্ট হয়েছেন এইরকম বুঝার পরে , সময়ানুকূল দেখেই তার নিকটে "দীক্ষা" প্রার্থনা করে , তিনি যদি "দীক্ষা" দিতে সম্মত হন ,তারপর তিনি যদি শাস্ত্রানুসারে আধার দেখে উপযুক্ত বদ্বিষা দনে তাকে "দীক্ষা" বলে ।

যদি কারো শাস্ত্র অনুসারে মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নিকটে দীক্ষা না হয় তাহলে জানতবে হবো যবে তার এখনো দীক্ষায় হয় নি । সে জোর করে নিজের মনকে বুঝিয়ে রেখেছে যবে তার কোনো জায়গায় কোনো মন্ত্র কানবে পয়েছে- সটোই দীক্ষা --- এটাকে শাস্ত্ররে আত্মপ্রতারণা বলে অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসারে মূল যবে দীক্ষা পদ্ধতি তা হয় নি কিন্তু সে জোর করে একটা ধারণাই -কল্পনাই ধরে রেখেছে যবে সে দীক্ষা নিয়েছে ।

তাই শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে সত্য জনে প্রকৃত দীক্ষা মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নিকটে নবে তবই ওটা প্রকৃত দীক্ষা পাওয়া বলে নচেৎ ওটা একটা ভুল কাল্পনিক দীক্ষা ।

3.সৎগুরু কি পদ্ধতিতে (কভাবে) দীক্ষা দনে ?

উত্তর :-

প্রথমে ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যাক্তি -32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নিকটে গিয়ে - বহুদিন তার সঙ্গে করে , বহু দিন তার সেবা করে ,সেই মহাপুরুষ সেবাতবে সন্তুষ্ট হয়েছেন এইরকম বুঝার পরে , সময়ানুকূল দেখেই তার নিকটে "দীক্ষা" প্রার্থনা করে

, তিনি যদি "দীক্ষা" দিতে সম্মত হন --->>

তারপর সেই 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তির "সমাধিযোগে দ্বিষদৃষ্টি এর দ্বারা " কমপক্ষে তিনি জন্ম এর "ধর্ম যুক্ত কর্ম ও আধার এবং ধর্মস্থিতি " দখে - সেই ব্যাক্তির উপযুক্ত "মন্ত্র - গায়ত্রী - ব্রহ্মবিদ্যা" পশ্চত্নাদ থেকে শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় প্রথম করে 1 তারপর সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তির গ্রহ-নক্ষত্র অনুসারে একান্তই তার শুভ তথি-দিন দখে "দীক্ষার" পদ্ধতি শুরু করেন 1

সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তিকে প্রথমে বেশ কিছুদিন "নাম , জপ ,স্তব-স্তুতি , আসন , স্নান , ব্রত , সুর্যযোগ,নাদানুসন্ধান, অজপা ক্রিয়া ,পুনশ্চরণ , শাস্ত্রজ্ঞানপাঠ, কীর্তন , স্মরণ-মনন" ইত্যাদি একে একে করানো হলে তার পর সেই ব্যাক্তি কতটা "মূল দীক্ষা" এর কতটা উপযুক্ত হয়েছে তার পরীক্ষা হয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে 1

সেই ব্যাক্তি কতটা "মূল দীক্ষা" এর কতটা উপযুক্ত হয়েছে এটা দখেতে হয় -- যদি দখো যাই যে উপযুক্ত হয়েছে তবে "মূল দীক্ষা" এর পদ্ধতি শুরু হয় 1

আর যদি দখো যাই যে উপযুক্ত হয় নি তাহলে পুনরায় "নাম , জপ ,স্তব-স্তুতি , আসন , স্নান , ব্রত , সুর্যযোগ,নাদানুসন্ধান, অজপা ক্রিয়া ,পুনশ্চরণ , শাস্ত্রজ্ঞানপাঠ, কীর্তন , স্মরণ-মনন" ইত্যাদি একে একে করানো হয় ততদিন পর্যন্ত যতদিন না সে "মূল দীক্ষার" উপযুক্ত হয় 1

একান্তই সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তির শুভ তথি-দিন দখে "মূল দীক্ষার" দিনে প্রথমে গুরুদেবে নজি উত্তর দিকে মুখ করে বসেন এবং শিষ্য রূপি ব্যাক্তিকে পূর্ব দিকে মুখ করে বসতে হয় শাস্ত্রানুসারে , তারপর 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ তার দ্বিষ যোগবলে " পশ্চত্নাদ " থেকে শিষ্য রূপি ব্যাক্তির ধর্ম যুক্ত কর্ম ও আধার এবং ধর্মস্থিতি উপযুক্ত "বীজমন্ত্র" নামিয়ে নিয়ে এসে শিষ্য রূপি ব্যাক্তির ডানকর্ণে (মহিলাশিষ্য হলে তার বামকর্ণে) দ্বিষ যোগবলে প্রবিস্ট করিয়ে - সেই মন্ত্রকে " মূলধার - অনাহত- আজ্ঞা 1 চক্রে " সর্বদা জন্মে প্রতিষ্ঠিত করে দেন ----

1."মূলধার" এ "পশ্চত্নাদ বীজমন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত করা মাত্র কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগ্রত হয়ে যায় (সেটা শুদ্ধআধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্কেত সঙ্কেত অনুভব করে), [সংগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে কটে নজি নজিে বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মিক মোক্ষদায়ী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগ্রত করতে পারে না]

2. "অনাহত" এ "পশ্চত্নাদ বীজমন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত করা মাত্র শিষ্য এর শরীরে "অনাহত মন্ত্র ধ্বনি" জাগ্রত হয়ে যায় (সেটা শুদ্ধআধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্কেত সঙ্কেত শুনতে পায়) , [সংগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে কটে নজি নজিে বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মিক মোক্ষদায়ী অনাহত মন্ত্র ধ্বনি জাগ্রত করতে শুনতে পায় না]

3."আজ্ঞা 1 চক্রে" এ "পশ্চত্নাদ বীজমন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত করা মাত্র শিষ্য এর দ্বিষদৃষ্টির উন্মলিত হয়ে যায় (সেটা শুদ্ধআধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্কেত সঙ্কেত বহু দ্বিষ দর্শন আরম্ভ হয়ে যায়) ,[দ্বিষদৃষ্টির এর উপর জন্মাতরনি 16 টা আবরণ এর মধ্যে শুধু একটা আবরণ বাকি থাকে - সেটা শিষ্যকে নজি সাধনা করে খুলতে হয়- আর 15 টা আবরণ মহান সংগুরু -মহাপুরুষ তার দ্বিষ যোগবলে খুলে দেন 1 দ্বিষদৃষ্টির এর উপর জন্মাতরনি 16 টা আবরণ সংগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে কটে নজি নজিে বহু জন্ম সাধনা করলেও খুলতে পারে না তাই শাস্ত্র লিখেছে

যে - " চুক্‌ষু উর্মলিতিং যনে তস্মায়শ্রী গুরুবহেই নমঃ 11 "]

4. "মূলাধার থেকে সাহস্রার " পর্যন্ত সমস্ত সুষুন্মাতা ব্রহ্মবদ্বিষা সর্বদা এর জন্মে প্রতিষ্ঠিত করে দেন 1 (সেটা শুদ্ধাধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসূর্য এর দর্শন করতে পারে এবং এই আত্মসূর্য সর্বদা তাকে ভিতর থেকে পথ দেখতে থাকে) , [সংগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে কটে নজি নজি বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মিক মোক্ষদায়ী আত্মসূর্য কখনো দেখতে পায় না]

5. গায়িত্রী মন্ত্র লাভ : 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ "মূল দীক্ষার " সময় মূল গায়িত্রী মন্ত্র দেন তাতে শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে "দ্বজিত্ব" প্রাপ্তি হয় - তার ফলে শিষ্য সামাজিক ভাবে যে জাতিতেই জন্ম নকেনা কনেন সে "দ্বজিত্ব" প্রাপ্তি হতে শাস্ত্রোক্ত সব পূজা -হোম এ অধিকারী প্রাপ্ত হয় এবং

শাস্ত্রোক্ত সব কর্মের অধিকারী হয় 1

32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে "মূল দীক্ষা" প্রাপ্তিতে উপরুক্ত মহান অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও মোক্ষপথের অধিকারী হয় 1 যেটা 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে "মূল দীক্ষা" প্রাপ্তি ছাড়া কখনোই সম্ভব হয় না - কোনো কিছুতেই না - কোনো ভাবেই হয় না 1 এটা একমাত্র বদোন্তের শাস্ত্র বধিান এ দ্বারা প্রাপ্তি হয় 1

তাই সংগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে বা প্রকৃত গুরুকরণ না করে যদি কটে নজি নজি বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মিক মোক্ষদায়ী বদ্বিষা না পেয়ে কারো আত্মগতি লাভ কোনো কারণেই হয় না 1 তাই কটে যদি ভাবে যে আমিকাল্পনিক দীক্ষা বা প্রকৃত গুরুকরণ না করে নিয়ে ধর্ম - আত্মজ্ঞান লাভ করবো তার তুলনায় মূর্খ খুব কম হবে 1

তাই বার বার বলা হচ্ছে যে নজিরে বুদ্ধিতে না চলে শাস্ত্র বুদ্ধিতে চলে কখনো আত্ম প্রতারনার শিকার হতে হয় না 1 তাই বদোন্তে 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে দীক্ষার বধিান দেওয়া আছে 1

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত যে নজিরে বুদ্ধিতে না চলে বদোন্তের শাস্ত্র বুদ্ধিতে চলা 1

তাহলে স্তর অনুসারে শিষ্যের কর্তব্য মূল দীক্ষা পর্যন্ত :-----

1. পূরণ রূপে ধর্ম আচরণ

2. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ সন্ধান

3. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ এর সবো দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জন

4. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ এর সবো দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জন দ্বারা দীক্ষার সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া

5. মহাপুরুষ এর আদেশে এ প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ (নামদীক্ষা , জপদীক্ষা , স্তব- স্তুতিদীক্ষা , আসনদীক্ষা , ব্রতদীক্ষা , সুর্যযোগদীক্ষা , নাদানুসন্ধানদীক্ষা , অজপা ক্রিয়াদীক্ষা , পুনশ্চরণদীক্ষা , শাস্ত্রজ্ঞানপাঠদীক্ষা , ইত্যাদি 24 প্রকারের দীক্ষা আছে " -- এগুলিকে প্রাথমিক দীক্ষা বলে)

6. প্রাথমিক দীক্ষা দ্বারা মূল দীক্ষা এর উপযুক্ত যোগ্যতা লাভ

7. মূল দীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ ("মন্ত্র - গায়িত্রী - ব্রহ্মবদ্বিষা- দ্বিষ্যচুক্‌ষুলাভ - আত্মসূর্য এর দর্শন- অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ)

এই উপরুক্ত ৭ টি স্তর ক্রমান্বয়ে পার করে "মূল দীক্ষা" লাভ হয় 1

অনেকে আবার প্রাথমিক দীক্ষা গুলির কোনো একটা বা দুটো প্রাথমিক দীক্ষা লাভ করে এটাকেই মূল দীক্ষা ভেবে ভুল করবেন না 1 কারণ প্রাথমিক দীক্ষা শুধু মূলদীক্ষা লভের উপযুক্ত যোগ্যতা করে -- এই গুলিকে মূল দীক্ষা বলে না 1

কোনো কোনো অবস্থায় শুধু "বীজমন্ত্র - গায়ত্রী- কছি ক্রিয়া" দীক্ষাকণ্ডে প্রাথমিক দীক্ষা বলে - যদি না ওই দীক্ষা গুলির সঙ্গে "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ , অনাহত মন্ত্র ধ্বনিলিভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং দ্বিষচুক্শুলাভ" না হয় ।

মোট কথা বীজমন্ত্র - গায়ত্রী- ক্রিয়াদীক্ষা এর সঙ্গে সঙ্গে "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ , অনাহত মন্ত্র ধ্বনিলিভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং দ্বিষচুক্শুলাভ" হল বা গুরুদেবে কৃপা করে দিলেই একমাত্র তাকেই " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " বলা হবে শাস্ত্র অনুসারে ।

" মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " লাভ করলে অবশ্যই উপরোক্ত সব লাভ হবেই ল যার " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " হয়েছে তার অবশ্যই "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ , বীজমন্ত্র - গায়ত্রী- ক্রিয়াদীক্ষা , অনাহত মন্ত্র ধ্বনিলিভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং দ্বিষচুক্শুলাভ" হয়েছে জানতে হবে ।

যদি কারো না হয়েছে তাহলে জানতে হবে যে তার এখনো " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " হয় নি , শুধু প্রাথমিক দীক্ষাই হয়েছে ।

4. সংগুরু এর নিকটে "মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা" প্রাপ্তির পর ককিলাভ হয় ?
উত্তর :-

1. কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ ঘটবে
2. ইস্টমন্ত্র রূপজন্ম- জন্মের বীজমন্ত্র লাভ হয়
3. গায়ত্রী মন্ত্র লাভ হয়
4. আত্মক্রিয়া বদ্বিষা লাভ হয়
5. অনাহতধ্বনিলিভ হয়
6. অজপা লাভ হয়
7. আত্মসূর্যের দর্শন লাভ হয়
8. দ্বিষচুক্শুলাভ বা দ্বিষদৃষ্টির এর উপর 16 এর মধ্যে 15 টা আবরণ উন্মোচন হয়
9. ব্রহ্মবদ্বিষা লাভ হয়
10. মূলধার থেকে সাহস্রার " পর্যন্ত সমস্ত সুষুন্মাত্রে ব্রহ্মবদ্বিষা সর্বদা এর জন্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়
11. পরম মোক্ষ এর পথ লাভ হয়
12. গুরু নিজের সঙ্গে শিষ্যকে যুক্ত করে - মোক্ষ পর্যন্ত গুরুর সঙ্গে করুনা সম্পন্ন লাভ হয়
13. দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজিত্ব প্রাপ্তি হয়
14. " কারণশরীর " জাগ্রত হওয়া শুরু হয়ে যায়
15. " সুক্ষ্মশরীর বা প্রতেশরীর " দগ্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায়
16. অমাকলা-চন্দ্রাসুখা লভোর পথ খুলে যায়
17. " সঞ্চিতকর্ম " দগ্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায়
18. " আরাধককর্ম " এর পথ চরিতরে বন্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায়
19. জন্ম- জন্মের কবে আমার " ইস্ট " ও " লক্ষ্য " - সটো চিন্তে বা জানতে পারা যায়
20. সদা-সর্বদা জন্মে আমার " ইস্ট " আমার সগেই আছেন এটা অনুভব করা যায়
21. চিন্তার চপলতা ও দক্ভ্রষ্টতা দূর হয়ে এক সুষম ধারা ও দকি তৈরি হয়
22. গুরুশক্তির প্রভাবে ধর্মে প্রকৃত দৃঢ়তা তৈরি হয়

23. গুরু শক্তির সুরক্ষা তৈরি সবদিক দিয়ে

24. গুরুর কৃপা দৃষ্টি লাভ হয়

উপরোক্ত এই 24 প্রকার এর পরবর্তন শুরু হয়ে যায়-- 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান
সংগুরু -মহাপুরুষ এর নিকটে "মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা" হওয়া সঙ্গ সঙ্গই 1
তাহলে আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত যে ---

১.যিনি নিজের মুক্তি লাভ করেন নি --তিনি কি করে মুক্তির পথ দেখবেন ???

২. যার নিজের কুণ্ডলী জাগ্রত হয় নি তিনি কিভাবে অপরকে কুণ্ডলী জাগ্রত
করবেন ???

৩.যার নিজের দ্বিষদৃষ্টি লাভ হয় নি তিনি কিভাবে অপরকে দ্বিষচক্ষু এর আবরণ
দূর করবেন ???

৪.যার নিজের চিন্তার চপলতা ও দক্‌ভ্রষ্টতা দূর হয় নি , সে অপরকে চিন্তার
চপলতা ও দক্‌ভ্রষ্টতা দূর কিভাবে করবেন ???

৫.যার নিজের মূলাধার থেকে সাহস্রার " পর্যন্ত সমস্ত সুষুন্মাতের ব্রহ্মবদ্বি
সর্বদা এর জন্যে প্রতিষ্টিতি হন নি তিনি অপরকে কিভাবে করবেন ???

৬. যার নিজের আত্মসূর্যের দর্শন লাভ হয় নি,,, সে কিভাবে অপরকে আত্মসূর্যের
দর্শন লাভ কিভাবে করবেন ???

৭. যার নিজের আত্মক্রিয়া বদ্বি লাভ হয় নি তিনি কিভাবে অপরকে আত্মবদ্বি
দবিনে ???

তাই শাস্ত্র থেকে জানুন , যার এই গুলো নিজের লাভ হয় নি সে কিভাবে সমাজের
মধ্যে কিছু ধর্মপ্রাণলোককে ধর্মের নাম প্রচারণা করছে ????

তাই বৈদিক প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে নিজেকে আত্মউন্নতির পথে নিয়ে চলুন
যার নিজেকে ধর্মের গ্লানি থেকে , প্রচারণা থেকে দূরে রাখুন 1